দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

৩৪

ক্ষতিকর কোচিং সেন্টার

কোচিং সেন্টারগুলি সত্যই শিক্ষার শনি। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষা ও ছাত্রসমাজ সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। শিক্ষার মান কমছে। ছাত্রছাত্রীদের মেধার যথার্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ ঘটছে না। ব্যয়বহুল কোচিং সেন্টারে যারা যেতে পারছে না পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় তারা, গুটি কয়েক ব্যতিক্রম বাদে, কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তারা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল এবং ছাত্রসমাজের গরিষ্ঠ অংশ। তারা পেছনে পড়ে থাকছে। অন্যদিকে, কোচিং সেন্টারের নোট মুখস্থ এবং বেশী নম্বর পাওয়ার কায়দা-কৌশল রপ্ত করে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করছে, তাদেরও অনেকেই উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার ভর্তি পরীক্ষায় টিকছে না।

আরাধ্য সবকিছু সহজপথে পাওয়ার একটি প্রবণতা বেড়ে উঠেছে এদেশের মানুষের মধ্যে। শিক্ষাক্ষেত্রেও এ রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। পুরা পাঠ্যসূচী না পড়ে পরীক্ষায় পাস এবং বেশী নম্বর পেতে চাইছে ছাত্রছাত্রীরা। একই ইচ্ছা ও সাধনা তাদের অভিভাকদের। এর সুযোগটা লুফে নিয়েছে একদল শিক্ষাব্যবসায়ী। এদের মধ্যে রয়েছেন সফল শিক্ষক ও কৃতী ছাত্ররা। তারা কোচিং সেন্টার খুলে বসেছেন এবং তাদের মেধা ফেরি করছেন। এই ব্যবসায় জমজমাট হয়ে উঠেছে। নগরী-মহানগরী এমন কি মফস্বল শহরেও কোচিং সেন্টার গজাচ্ছে ব্যাঙের ছাতার মত। পত্র-পত্রিকায় এগুলির কৃতিত্বের বিজ্ঞাপন ফলাও করে দিয়ে ছাত্র শিকারের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রী এবং ভর্তি পরীক্ষা পাসের জন্য এগুলিতে কোচিং দেয়া হয়। এগুলিতে ছাত্রদের হাতে শিক্ষক অথবা মেধাবী ছাত্রদের তৈরী নোট ধরিয়ে দেয়া হয়, আর শেখানো হয় বেশী নম্বর তোলার কৌশল। প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে লবডঙ্কা।

কোচিং সেন্টারগুলি শিক্ষার সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটি করছে তা হল ঃ স্কুল-কলেজের সমান্তরাল একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলছে এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি। ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যাওয়ার, স্কুলের লেখাপড়া নিয়মিত শেখার এবং বাড়ির কাজ করার পরিবর্তে কোচিং সেন্টারের সংক্ষিপ্ত পথের শিক্ষাতেই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। সেখানে তারা মোটা টাকা ঢালছে। এই টাকার লোভেই স্কুল-কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক ক্লাসের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার চেয়ে তাদের কোচিং সেন্টারের কাজকর্ম নিয়েই বেশী ব্যস্ত। এতে গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থারই সাংঘাতিক ক্ষতি হচ্ছে।

সমাজের সচেতন অংশ কোচিং সেন্টারগুলির ক্ষতির দিকটি দিব্যি দেখতে পাচ্ছেন। তাই তারা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে মতামত দিয়ে জনমত তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। গত রোববারের দৈনিক বাংলায় এ ধরনের একটি চিঠিতে বর্তমান কোচিং সেন্টারের ব্যবস্থা অবসানের দাবী জানানো হয়েছে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পত্র লেখক কয়েকটি সুপারিশ পেশ করেছেন। প্রতিটি সুপারিশই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির সঙ্গে একমত হয়ে আমরাও বলতে চাই যে স্কুল-কলেজগুলিতে স্বাভাবিক ও নিয়মিত পঠন-পাঠন নিশ্চিত করা গেলে কোচিং সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা কমে আসবে।